সংবাদ

তারিখ 2 MAR 2009
পৃঃ ৭ কলাম ৮

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সমস্যা

সঞ্জয় কুমার প্রামাণিক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দিন বদলের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। দেখাচ্ছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন। শুধু স্বপ্নের কথা বলি কেন, স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতোমধ্যে নিয়েছেন এবং আরও পদক্ষেপ নিশ্চয়ই নেবেন। তার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সদিচ্ছার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে এবং দিন বদলের সনদ থেকে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া নিয়ে বর্তমানে লেখালেখি এবং আলোচনা সভা ভালই হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারে সম্ভাবনা নিয়ে লিখছেন এবং বলছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম মোস্তাফা জব্বার। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের পটভূমি নিয়ে দৈনিক সংবাদে ধারাবাহিকভাবে লিখে যাচ্ছেন। তার লেখা থেকেও অনেক কিছুই জানতে পারছি। আমিও তাদের সঙ্গে এ আলোচনায় যোগ দিচ্ছি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আমার অভিজ্ঞতায় দেখা সমস্যাগুলো আলোচনা করে।

প্রায় সাড়ে বারো বছর একটি বেসরকারি কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে প্রধান পরীক্ষক, বোর্ডে খাতা নিতে গিয়ে এবং কয়েকটি সেমিনারে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে যে সমস্যার কথা জেনেছি এবং অনুভব করেছি সেগুলো নিম্নরূপ–

১. বই সমস্যা : উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য একক বা যৌথভাবে বেশ কয়েকজন লেখকের লেখা কম্পিউটার শিক্ষার বই এখন পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে মোস্তাফা জব্বারের লেখা বইটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই সহজবোধ্য ছিল এবং ভাষাও ছিল সুন্দর। অন্যদের লেখা বইগুলো যে খারাপ তা বলা যাবে না। তবে ইংরেজি ও বাংলা মিশিয়ে লেখার ফলে এবং ভাষার দুর্বলতার কারণে বইগুলো শিক্ষকদের তেমন কোন সমস্যায় না ফেললেও শিক্ষার্থীদের বুঝতে বেশ অসুবিধা হয়। দুঃখের বিষয় ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশের পর মোস্তাফা জব্বার তার বইয়ের আর কোন সংস্করণ প্রকাশ করেননি। তাই আমার ধারণা, নতুন শিক্ষকদের অন্তত নব্বই ভাগ এবং শিক্ষার্থীদের প্রায় শতভাগ তার বই পড়ার সুযোগ পায়নি; তাই তারা বর্তমানে প্রচলিত বইগুলোর সঙ্গে মোস্তাফা জব্বারের লেখার তফাৎ বুঝতে পারবে না। অনেকের বই পড়ে মনে হয়েছে বইয়ের কিছু কিছু অংশ অন্যের বই থেকে কপি করা। তাই মোস্তাফা জব্বারের কাছে অনুরোধ, আপনার যত ব্যস্ত তাই থাকুক আপনি আপনার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণটি অবিলম্বে প্রকাশ করুন।

২. কম্পিউটার সমস্যা : অধিকাংশ কলেজে দেখা যায়, একটি, দু'টি বা তিনটি কম্পিউটার আছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ কম্পিউটার বোর্ডের দেয়া। কিন্তু সব কম্পিউটার শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় একটি কম্পিউটার অধ্যক্ষ অফিসের কাজে ব্যবহার করেন। কখনও কম্পিউটার নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে সারানোর উদ্যোগের অভাবে। এর ফল ভোগ করতে হয় শিক্ষার্থীদের। তাই সরকারের কাছে ভেবে দেখার অনুরোধ, কলেজের জন্য আরও অন্তত একটি করে কম্পিউটার বরাদ্দ করা যায় কিনা।

৩. শিক্ষক দিয়ে অপারেটরের কাজ করানো : কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ের অনেক শিক্ষক দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে কলেজের অনেক শিক্ষক তাদের দিয়ে চিঠি, প্রশ্ন ইত্যাদি কম্পোজ করিয়ে নেন। কম্পোজ না করে দিলে অসন্তুষ্ট হন। অধ্যক্ষ অসন্তুষ্ট হয়ে ওই শিক্ষকের সঙ্গে অসহযোগিতা করেন। আর অন্য বিষয়ের শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে পড়তে শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহিত করেন। তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক ক্লাস নেয়ার পর একজন শিক্ষককে অপারেটরের কাজ করতে বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত তা অধ্যক্ষকে ভেবে দেখতে হবে। তাই এ সমস্যা সমাধানে অধ্যক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে। কলেজের টাইপিস্ট থাকলে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের দিয়ে অপারেটরের কাজ করানো যেতে পারে।

৪. ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়ার সমস্যা : সংখ্যায় অল্প হলেও সব কলেজেই কম্পিউটার আছে; কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়ার সময়। পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার না থাকায় অধিকাংশ কেন্দ্রে দেখা যায় কম্পিউটার অন না করেই ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। সরকারের কাছে অনুরোধ, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে যেন পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটারের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

৫. গবেষণাগার সমস্যা : অনেক কলেজ আছে যেখানে কম্পিউটার রাখার মতো একটি কক্ষ নেই। যার ফলে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো ব্যবহারিক ক্লাস করতে পারে না। সরকারের উচিত কলেজে বিষয় খুলে কম্পিউটার রাখার জন্য একটি গবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে না পারার জন্য ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. শিক্ষক প্রশিক্ষণ সমস্যা : সরকারি প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। যারা ইতোমধ্যে সরকারি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতাও আমার মতোই। আমি প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে একজনও যোগ্য প্রশিক্ষক পাইনি। সবাই ছিল ওই সময়ের পরিচালকের প্রিয়ভাজন বা পরিচিত জন। তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন স্থানে চাকরি করেন। একজন ছাড়া কেউই কম্পিউটারের সঙ্গে সেভাবে জড়িত ছিলেন না। সেই একজনের যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত নয়। আমার কাছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) তিন সিমেস্টারের (দেড় বছর) ডিপ্লোমা কোর্সটি ভাল লেগেছে। বাউবির কোর্সটির সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সিলেবাসের বাদ যাওয়া অংশটুকু যোগ করে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকদের বাউবির ডিপ্লোমা গ্রহণের ব্যবস্থা করলে আমার মতে খুবই ভাল হতো। কারণ বাউবির ডিপ্লোমা কোর্সের ক্লাস নেন বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের কম্পিউটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ। এ কোর্স করতে অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীকেও অসুবিধা হবে না। কারণ ক্লাস হয় শুক্রবার সারাদিন। তবে কোর্সটি যতটা সম্ভব সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে এবং ক্লাস গ্রহণের জন্য কম্পিউটারের জানা দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ করলে সবার জন্যই সুবিধা হবে।

৭. শিক্ষকদের ব্যবহারিক ক্লাস নিতে অনীহা : বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের জন্য একজন করে প্রদর্শক থাকলেও কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ের প্রদর্শক খুব কম কলেজেই আছে। তাই শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কম্পিউটারের ব্যবহারিক ক্লাস নিতে চান না। ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে গেলে অনেক কলেজের পরীক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ক্লাস না নেয়ার কথা বলে থাকে। শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ, প্রদর্শক না থাকলেও শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে আপনারা ব্যবহারিক ক্লাস নেয়া থেকে বিরত থাকবেন না। আর সরকারের কাছে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার দক্ষতা দেখে কলেজগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ের প্রদর্শক নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

৮. একই দিনে দুটো বিষয়ের পরীক্ষা সমস্যা : কম্পিউটার শিক্ষা এবং মনোবিজ্ঞান এ দু'টি বিষয় একই দিনে সকালে এবং বিকেলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় দুই বিষয়ই পড়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তা পারছে না। তাদের হয় কম্পিউটার শিক্ষা না হয় মনোবিজ্ঞান যে কোন একটি বিষয় বেছে নিতে হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে অপেক্ষকৃত সহজ বিষয় হওয়ায় শিক্ষার্থীরা মনোবিজ্ঞান বিষয়কেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীরা তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। এ সমস্যার সমাধান দু'ভাবে হতে পারে; এক : কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং দুই : বাংলা ও ইংরেজির মতো কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ের পরীক্ষা পৃথক একটি দিনে নেয়া। আমার প্রত্যাশা প্রথমটি। তবে বাধ্যতামূলক করার পূর্ব পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৯. ইন্টারনেট সুবিধার অভাব : কোন কোন সরকারি কলেজে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা থাকলেও বেসরকারি কলেজে নেই বললেই চলে। এর ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কলেজ এ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইন্টারনেট থেকে কি সুবিধা পাওয়া যায় তা তারা জানতেই পারছে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বহু তথ্য এবং পরীক্ষার ফলাফল এখন ইন্টারনেটেই পাওয়া যায়। ইন্টারনেটের সুবিধা থাকলে এগুলোর প্রাপ্তির সুবিধা হয়। কলেজগুলোতে সরকার কর্তৃক ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করা হলে কলেজগুলো বিভিন্ন প্রয়োজনে কম সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে যোগাযোগ করতে পারত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকেও কলেজগুলোর সঙ্গে সহজে, কম খরচে এবং কম সময়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হতো।

১০. বিষয় নির্বাচন সমস্যা : কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদেরই বেশি পড়তে দেখা যায়। মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরাও অনেকে পড়ে। তবে বিষয় নির্বাচনের সমস্যার কারণে বিজ্ঞান বিভাগের সিংহভাগ শিক্ষার্থী বিষয়টি পড়তে পারছে না। যারা পড়ে তারাও ৪র্থ বিষয় হিসেবে পড়ে। সব বিভাগের শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগই কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি চতুর্থ বিষয় হিসেবে পড়ে যার ফলে তারা বিষয়টি আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনোযোগী হয় না।

বর্তমান সরকারের দিন বদলের সনদ অনুসারে ২০১৩ সাল থেকে মাধ্যমিক শ্রেণীতে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা। এর ফলে মাধ্যমিক শ্রেণীতে নতুন করে বিষয় বিন্যাস করতে হবে। একইভাবে ২০১৩ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতেও কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ রইল। বাধ্যতামূলক হলে বিষয়টি আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থীরা আরও বেশি মনোযোগী হবে। এতে দেশেরই উপকার হবে